দৈনিক
ইত্তেফাক
05 DEC 2008

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি'তে উচ্চ শিক্ষা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় আসন সংখ্যার স্বল্পতা, সেশন জট, রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন কারণে দেশে মানসম্পন্ন ও সেশন জটমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে উন্নত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা করছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা পদ্ধতি প্রদানসহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উন্নততর সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সেশন জট বিহীন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্রছাত্রীদের নিকট দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সেই সাথে সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অধিক সংখ্য ছাত্রছাত্রী পাশ করায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহে আসন সংকটের কারণে বিপুল পরিমাণ ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক ও সেশন জটমুক্ত শিক্ষা অর্জনের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আগ্রহী হয়ে উঠে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের যথাযথ চাকরির সুযোগ না থাকার কারণে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। যদিও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রচুর দক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে। ফলে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে প্রয়োজন মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ডিগ্রি অর্জনের। একই সাথে প্রয়োজন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা। তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষার বিষয় নির্ধারণের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনও একটি বড় বিষয়। আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা সবসময়ই প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় যথাযথ শিক্ষিত হবার জন্য 'কি পড়ব' বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ 'কোথায় পড়ব' বিষয়টিও। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনের কথা বাদ দিলেও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নিজেই খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে বছর দু'য়েক আগেও যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি শেখা যথেষ্ট ছিল এখন হয়তো তার স্থান দখল করে নিয়েছে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ। তথ্যপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। আর একারণেই তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় নিজেকে আপ টু ডেট রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার ফলে প্রায় প্রতিটি সেক্টরে ব্যবহার বাড়ছে তথ্যপ্রযুক্তির। ফলে এভিয়েশন, ব্যাংকিং বা ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা অর্জন না করেই তথ্যপ্রযুক্তির সুবাদে আপনি একটি 'জব' পেয়ে যেতে পারেন এয়ারলাইন্স, ব্যাংক বা বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে। আর এর বাইরে তথ্যপ্রযুক্তির মূল অঙ্গন যেমন প্রোগ্রামিং, ই-কমার্স, ডাটাএন্ট্রি, সফটওয়্যার এনালিস্ট, ওয়েব ডেভেলপার প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়বার উপায় তো থাকছেই। তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা এমন একটি বিষয় যেখানে ডিগ্রিধারী হয়ে চাকরি খোঁজার বাইরেও রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। আর এ সম্ভাবনাটিকে যারা কাজে লাগাতে পারছেন কেবলমাত্র তারাই যোগ্যতম হিসেবে টিকে থাকছেন। অর্থাৎ একটু সাহসী হতে পারলে যথাযথ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবেও গড়ে তোলা সম্ভব নিজের ক্যারিয়ার। আগামী দিনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড যে বহুলাংশে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়বে একথা এখন সবারই জানা। তাছাড়া সাবমেরিন ক্যাবল এর মাধ্যমে তথ্যবিশ্বের সাথে আমাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বাড়বে তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদাও। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমেই যে সব পাওয়া সম্ভব তাও ১০০ ভাগ সঠিক নয়। কেননা উন্নত বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি পেশার সম্ভাবনার সাথে আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনার ব্যবধানটি এখনো বেশ বড়। ফলে আজ থেকে কয়েক বছর আগেও যারা অপরিসীম সম্ভাবনার কথা ভেবে অনেকটা অপরিকল্পিত ভাবেই এ শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করেছেন তাদের অনেকের মাঝেই এখন কাজ করছে হতাশা। বিশ্বব্যাপি কম্পিউটারের দক্ষ প্রফেশনালদের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে '৯০-এর দশকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয় কম্পিউটার সাইন্স বিষয়। ২০০০ সালে এর ক্রেজ রীতিমতো লক্ষ্যণীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একটা ব্যাপারে প্রায় সব শিক্ষাবিদই একমত যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই চাকরির বাজারে একটি চাকরি পাবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ফলে আগামী দিনের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে নিজেকে পরিণত করে তুলতে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবেন। আমাদের দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করছে। বাংলাদেশে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিম্নরূপ- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম; ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ; দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়; ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি; আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম; আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি; দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক; গণ বিশ্ববিদ্যালয়; দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি; মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি; লিডিং ইউনিভার্সিটি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি; সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ; প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি; স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ; ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি; স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; ইবাইস ইউনিভার্সিটি; সিটি ইউনিভার্সিটি; প্রাইম ইউনিভার্সিটি;